ভোরের সংবাদ

তারিখ 01 APR 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

শিক্ষা বোর্ডের ফি বাড়ছে, ভুল বাড়ছে

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এদেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের অন্যতম। যেখানে শিক্ষা বোর্ড অন্যদের সার্টিফিকেট দিয়ে তাদের শিক্ষা লাভকে স্বীকৃতি জানায় সেই বোর্ড অফিসের লেখকদের, নিরীক্ষকদের কার্যকলাপ দেখে তাদের সার্টিফিকেট প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। এতদিন দেখে আসছিলাম প্রায় প্রতিটি সার্টিফিকেট, মার্কশীট-এ কিছু না কিছু ভুল থাকবেই। ই, ঈ-এর গোলমাল, মো: লাগানো না লাগানো এগুলো হচ্ছে মামুলি ভুল কিন্তু সেদিন আমার এক বন্ধুর ভাইয়ের সার্টিফিকেট দেখে এদের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না। সেখানে জন্ম তারিখ লেখা আছে ৩০শে ফেব্রুয়ারী। ঐ তারিখটি কোনদিন এসেছিল কিনা বা আসবে কিনা আমার জানা নেই। তবে এটুকু বোঝা যায় বোর্ড অফিসের নাকের ডগা দিয়ে তারিখটা কোচা দুলিয়ে যাওয়া আসা করে। নইলে একই ভুলই বা বারবার হবে কেন আর পেপারেই বা উঠবে কেন। এগুলোও না হয় সহ্য করা গেল। কারণ ভুলগুলোর জন্য কিছু-দিন সময় দিলে শুধরে নেয়া যায় যদিও ভুলগুলো মামুলি হলেও এর শুধরে নেয়ার ঝামেলাটা মামুলি নয়।

এখন আবার ভুলের নতুন উপসর্গ। সেটা হল এস এস সি পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রের ভুল। আগে আর যাই হোক প্রশ্নপত্রে ভুল বেরুতো বলে মনে পড়েনা। যেখানে স্বীকৃতি লাভের প্রথম পরীক্ষা সেখানে একটা ছোট্ট ভুলও কতবড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে তা কারো না বোঝার কথা নয়। একদিকে বোর্ডের বিভিন্ন ফি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, তারই সাথে সাথে যেন পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে ভুলের সংখ্যা।

শোভন, ১৪৬, আহসান উল্লা হল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।।